প্রথম আলো

তারিখ ... 22 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকসংকট

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে নজর দিন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকসংকট এক উদ্বেগজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এসব বিদ্যালয়ের বেশির ভাগেই প্রধান শিক্ষক নেই। অনেকগুলোতে সহকারী শিক্ষক নেই। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, শিক্ষক ছাড়া চলছে কীভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো?

রোববারের *প্রথম আলোর* প্রতিবেদন জানায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৯টি উপজেলায় মোট ১ হাজার ৯৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে ৪৯৫টিতে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা নাসিরনগর, বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর ও সরাইল উপজেলায়। শিক্ষকের সংকট থাকায় বিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম উভয় ক্ষেত্রেই মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। যেসব স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই, সেসব স্কুলে সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বগুলো পালন করতে হচ্ছে। ফলে তাঁদের প্রশাসনিক কাজেই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। এতে পাঠদানের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট ক্লাস না নিয়েই পরীক্ষায় বসাতে হচ্ছে। বিশেষ করে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলে এর প্রভাব পড়ছে। আবার যেসব স্কুলে সহকারী শিক্ষক নেই, সেসব স্কুলে প্রধান শিক্ষককে সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এতে প্রশাসনিক কাজকর্ম ঠিকভাবে হচ্ছে না। এর ফলে স্কুলের সার্বিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

শুধু ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নয়, দেশের অন্যান্য জেলার অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকসংকট রয়েছে। অন্য একটি পত্রিকার খবর অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ১৭ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই।

অবস্থা দেখে তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, শিক্ষাক্ষেত্রে কি উন্নয়নের প্রয়োজন নেই? দেশে শিক্ষার মানের সার্বিক অবনতির পেছনের অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষকসংকট। জেনেশুনেও এর বিহিত করার কোনো উদ্যোগ নেই সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। এটা খুবই দুঃখজনক। মানসম্মত শিক্ষার বিস্তার ছাড়া দেশের উন্নতির চিন্তা করাই বাতুলতা। দেশের প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষার উন্নয়নের বিষয়টিকে জরুরি মানতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে শিক্ষকসংকটের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।